দৈনিক ইনকিলাব

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) টাকার লোভে বিবি খাদিজা (রাঃ)কে বিয়ে করেন ❑ ঈদুল ফিতর বদর যুদ্ধের বিজয়োৎসব (!)

বিতর্কিত বাংলাপিডিয়ার অগ্রিম বিক্রয়ের নেপথ্যে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বিশ্বকোষ 'বাংলাপিডিয়া' আগামী বছরের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পর সারা দেশে যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করবে তা আঁচ করতে পেরেই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রচুর লোকসান দিয়ে অত্যন্ত তড়িঘড়িভাবে এটি অগ্রিম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে বলে জানা গেছে। এ জন্যই ২০ হাজার টাকা মূল্যের বাংলাপিডিয়ার ইংরেজী সংস্করণ এখন মাত্র ৬ হাজার টাকায় এবং ১৫ হাজার টাকা মূল্যের বাংলাপিডিয়ার বাংলা সংস্করণ মাত্র ৫ হাজার টাকায় আগাম বিক্রি করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় এশিয়াটিক সোসাইটি ১৬ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বাংলাপিডিয়া সমুদয় কপি বিক্রি করে ফেলার কৌশল গ্রহণ করেছে। বিষয়টি বাংলাপিডিয়ার প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম স্বীকারও করেছেন। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, "বাংলাপিডিয়া প্রকাশের পর বিতর্ক সৃষ্টি হতেই পারে। তবে এজন্য আমরা শংকিত নই। এই বিতর্কের সম্ভাবনা আছে বলেই তো আমরা বাংলাপিডিয়া সব অর্ধেক দামে অগ্রিম বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। যাতে এটি বাজারে দিতে না হয় এবং

১৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

বিতর্কিত বাংলাপিডিয়ার অগ্রিম বিক্রয়ের নেপথ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাহার করারও অবকাশ না থাকে। এ কারণে আমরা চাচ্ছি, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব কপি বিক্রি শেষ করতে।' আগামী ৩ জানুয়ারী বাংলাপিডিয়া প্রকাশের পর দেশে এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে তখন কি করবেন জানতে চাইলে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'আমি তখন প্রয়োজন হলে সীমান্ত পাড়ি দেব। দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন কোন দেশে চলে যাব। পৃথিবীর বহু দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমার ভালো চাহিদা আছে। সুতরাং আমার কোন অসুবিধা হবে না।' বাংলাপিডিয়া প্রকাশকে তিনি এদেশে তার জীবনের শেষ মিশন উল্লেখ করে বলেন, 'এ ধরনের বিতর্ক ভারতেও সৃষ্টি হয়েছিল। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে এজাতীয় একটি বিশ্বকোষ রচনার ও প্রকাশের দায়িত্ব ভারত সরকার দিলেও সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা তাদের জাতীয় বেশকিছু বিষয়ে একমত হতে না পারায় পরে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। সেদিক দিয়ে আমরা অনেক ভাগ্যবান। কারণ বাংলাদেশে আমরা যারা এই বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলাম তারা সবাই সমমনা বলে এ পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয়নি।' তিনি স্বীকার করেন, এ ধরনের রাষ্ট্রীয় পরিচয়মূলক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন রয়েছে। তবে পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নানা মতাদর্শ কাজ করায় এবং ভিন্নমত থাকায় তারা একসাথে দীর্ঘদিন কাজ করতে পারে না যা আমরা এদেশের বুদ্ধিজীবীরা পেরেছি। বাংলাপিডিয়া নিয়ে যে বিতর্ক হচ্ছে, বিশেষ করে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি ও কিছু রাজনৈতিক বিষয়ে আপত্তিকর তথ্য এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে অবমূল্যায়ন ও উদ্দেশ্যমূলক, মন্তব্যের ব্যাপারে তিনি বললেন, এগুলো আমরা যথাযথ সম্পাদনার মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে কাউকে খুশী করার জন্য সবকিছু আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। কারণ ইতিহাসকে তার নিজের গতিতেই চলতে দিতে হবে। এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাউকে ক্রেডিট দিতে হলে তা এ দেশের ছাত্র সমাজকেই দিতে হবে। চূড়ান্ত ছাপার কাজ যখন শুরু হয়েছে এবং প্লেট তৈরী হয়ে গেছে তখন কিভাবে কি সংশোধন করেছেন তা দেখতে চাইলে তিনি বলেন, ছাপার আগে এখন কিছুই দেখানো যাবে না। ছাপার পরই সব দেখতে পাবেন।

এদিকে ১৯৯৮ সালে বাংলাপিডিয়ার যখন প্রকল্প প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাস করানো হয় তখন বাংলাপিডিয়া প্রকাশের খরচ ৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং এ থেকে আয় ৩০ কোটি টাকা দেখিয়ে এটিকে একটি লাভজনক প্রকল্প হিসেবে উপস্থাপন করে অনুমোদন নেয়া হয়েছিল। ঐ প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী তখন বাংলাপিডিয়ার বাংলা সংস্করণ ১০ হাজার কপি এবং ইংরেজী সংস্করণ ৫ হাজার কপি ছাপার উল্লেখ ছিল। বাংলা সংস্করণের প্রতিসেট বাংলাপিডিয়ার মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৫ হাজার টাকা এবং ইংরেজী সংস্করণের প্রতি সেট ২০ হাজার টাকা। এছাড়া মাল্টিমিডিয়ার (কম্পিউটার সিডিতে) ১ লাখ কপি প্রকাশের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং প্রতিসেট সিডির (৩টি) দাম রাখা হয় ৫শ' টাকা। এভাবে বিক্রি থেকে আয় দেখানো হয় ৩০ কোটি টাকা এবং ৩০% কমিশন দিয়ে সর্বমোট ২১ কোটি টাকা নীট আয় ধরা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের পর এশিয়াটিক সোসাইটি সিদ্ধান্ত নেয়- বাংলাপিডিয়া প্রকাশের আগেই সব রাতারাতি বিক্রি করে দিতে হবে। এজন্য তারা নিয়মনীতি উপেক্ষা করে এবং বিক্রয় নীতিমালা লংঘন করে অগ্রিম বিক্রির ব্যবস্থা করে। আর রাতারাতি সব কপি জাতীয় আন্তর্জাতিক নির্দিষ্ট কিছু মহলে পৌছে দেয়ার জন্য ২০ হাজার টাকার ইংরেজী বাংলাপিডিয়া প্রথমে ১২ হাজার টাকা ও পরে ৬ হাজার টাকা এবং ১৫ হাজার টাকা মূল্যের বাংলা সংস্করণের বাংলাপিডিয়া প্রথমে ১০ হাজার টাকা ও পরে মাত্র ৫ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করে। এর ফলে এশিয়াটিক সোসাইটির তথা সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১৬ কোটি টাকা। কারণ প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত সরকারী টাকা ...

সাগ্রহে এই গ্রন্থ রচনায় এককালীনই ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। বর্তমান সরকারের একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ আমলার পৃষ্ঠপোষকতায় এখন এই বিতর্কিত বিশ্বকোষ প্রস্তুতার সাথে প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা লেখক সম্মানীর নামে নিজস্ব লোকজনদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেয়ারও অভিযোগ রয়েছে। অথচ এদের অনেকেরই লেখক ও গবেষক হিসেবে কোন পরিচিতি বা জাতীয় স্বীকৃতি নেই।

বাংলাপিডিয়াকে যে ৬টি প্রধান বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে তার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী (ইতিহাস ও ঐতিহ্য), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষিকা প্রফেসর বেগম নিয়াজ জামান (কলা ও মানবিকী), বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ কামাল সিদ্দিকী (রাষ্ট্র ও প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ডঃ সৈয়দ এম হুমাউন কবির (জীববিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রফেসর এবং ... ডক্টরেট এস এম মাহফুজুর রহমান (সমাজ ও অর্থনীতি)। এছাড়া প্রধান সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপনা সম্পাদক একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ শাহজাহান মিয়া। উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্মীয় বিষয়াবলীকে কলা ও মানবিকী বিভাগের অধীনে রেখে এটি যাকে সম্পাদনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেই প্রফেসর নিয়াজ জামান যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন তার বিভাগে কুখ্যাত লেখক ও ইসলাম ধর্মের অবমাননাকারী সালমান রুশদীর লেখা পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ নিয়ে তখন ব্যাপক বিতর্কের মুখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয় সালমান রুশদীর লেখা পাঠ্যসূচী থেকে প্রত্যাহার করতে। এই প্রফেসর বেগম নিয়াজ জামান বাংলাপিডিয়ার ইসলামী বিষয়াবলী সম্পাদনা করেছেন এবং তিনি নিজেও বাংলাপিডিয়ায় বেশ কিছু ইসলামী বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন।'

বাংলাপিডিয়ায় কুরবানীর ঈদকে শুধু 'কাউ ফেস্টিভ্যাল'ই লেখা হয়নি, ধনী-দরিদ্র মুসলমানেরা কে কোন হাট থেকে কখন কেমন গরু কেনে সেই অপ্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েও বিষয়টিকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঈদুল ফিতরকে লেখা হয়েছে এটি বদর যুদ্ধের বিজয় উৎসব হিসেবে দ্বিতীয় হিজরী থেকে পালন করা শুরু হয়। যাকাত ব্যবস্থাকেও খাটো করা হয়েছে এবং ঈদের নামাজের পরে (?) কেবলমাত্র সর্বোচ্চ ধনী মুসলমানেরাই এদেশে ফিতরা দেয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈদের দিনে সরকারী কর্মচারীরা মন্ত্রীদের সাথে কোলাকুলি করে বলেও অনাবশ্যক তথ্য দেয়া হয়েছে লোক হাসাতে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বিকৃত করে লেখা হয়েছে আবু 'বাকের' এবং ইব্রাহীম (আঃ)কে 'অব্রাহাম' যা শুধু খ্রীষ্টানরাই বলে থাকে। আল্লাহর ইংরেজী করা হয়েছে 'গড'। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী স্বীকার করা হয়নি (কাদিয়ানীরা অবশ্য এটাই মনে করে)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিবি খাদিজাকে (রাঃ) টাকার লোভে বিয়ে করার পর এবং তার বিশাল ধনদৌলত পেয়ে বড়লোক হবার মাধ্যমে জগতের সকল চিন্তাভাবনা ও দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে হেরা পর্বতে সাধনা করতে যান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার নবুয়ত প্রাপ্তিকেও বলা হয়েছে 'সিদ্ধিলাভ'। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মতারিখ সম্পর্কেও ...

করার হীন উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে- কারো কারো মতে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল। অপরদিকে মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দিয়ে বাংলাপিডিয়ায় মাত্র ৯৭৩ শব্দে সব লেখা হলেও শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' বলে তার সম্পর্কে কয়েক হাজার শব্দের প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। আর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক স্বীকৃতি না দিয়ে অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভরে তার সম্পর্কে শ'খানেক শব্দেই বর্ণনা শেষ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিয়া-সুন্নী ও মহররম বিষয়েও বাংলাপিডিয়ায় ভুল ও বিকৃত তথ্য দেয়া হয়েছে এবং মুসলিম মহিলাদের পর্দা প্রথা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে বলা হয়েছে- পর্দা প্রথা এদেশের মুসলিম মেয়েদের পিছিয়ে রেখেছে। এর কারণে মেয়েরা প্রয়োজনীয় ডাক্তারী চিকিৎসা প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়। ব্রিটিশ আমলে নাকি এদেশের মুসলিম মহিলারা পর্দা ছেড়ে পুরুষদের সাথে মিলেমিশে রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছে। মুহররম সম্পর্কে বলা হয়েছে- এদেশের মুসলমানরা হযরত হুসাইন (রাঃ) ও ইয়াজিদের পক্ষে বিভক্ত হয়ে মুহররমের লাঠি খেলায় অংশ নেয় এবং কোরআনের আয়াত কাগজে লিখে তা আর্ভরার দিনে খেয়ে থাকে। হিন্দুদের মতো মুসলমানেরাও মুহররমের তাজিয়া নদীতে বা পানিতে বিসর্জন দেয়। এই তাজিয়া মিছিল থেকে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধানো হয়। এদেশের ইসলামী দলসমূহকে মধ্যপ্রাচ্যের অনুদানপুষ্ট 'মৌলবাদী' দল বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। শবেবরাত ও শবে কদরে বাজি-পটকা ফুটিয়েই উৎসব পালন করা হয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বহু প্রতিযোগিতা করেও দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হন। হযরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) বলা হয়েছে ষষ্ঠ খলিফা। ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্বকে মক্কা-মদীনার দ্বন্দ্ব বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলিম বাহিনীকে বলা হয়েছে বেদুঈন বাহিনী। মিলাদ সম্পর্কেও অনেক ভুল ও বিকৃত তথ্য দেয়া হয়েছে। সমগ্র ইসলাম বিষয়ে মাত্র ১১ হাজার শব্দে লেখা সম্পন্ন করার পরেও তাতে এজাতীয় বহু ভুল, উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজিকে ইসলামী বিষয়গুলো রিভিউ করার দায়িত্ব দিলে তিনি তা আপত্তিসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়ে ফেরত পাঠালে বাংলাপিডিয়ার প্রকল্প কর্মকর্তারা তা গ্রহণ করেননি। পরে দুলাল চন্দ্র ভৌমিক নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে ইসলামী বিষয়গুলো রিভিউ করানো হয় বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক সৈয়দ আশরাফ আলী মন্তব্য করেছেন, 'এজাতীয় ত্রুটিপূর্ণ রচনা বাংলাদেশের বিশ্বকোষে স্থান পাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।' প্রয়োজনে তিনি এসব বিষয়ে প্রকাশের পূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ থেকে সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দেন। তাছাড়া ইসলামী বিষয়াবলী সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের মাধ্যমে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ায় এবং মাত্র ২৪/২৫টি ইসলামী বিষয় সমগ্র বাংলাপিডিয়ায় স্থান দেয়ায় তিনি এর প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। অপরদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গেও জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে চেপে যাওয়া হয়েছে।

এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল যা আমরা মূল সংস্করণে সংশোধন করে ছাপার ব্যবস্থা করেছি। তবে সংশোধিত অংশসমূহের চূড়ান্ত কপি দেখতে চাইলে তিনি তা দেখাতে ব্যর্থ হন এবং ...